দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 APR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশালের ৪টি সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট অনার্স শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত

॥ বরিশাল অফিস ॥

নগরীর ৪টি সরকারি কলেজে অনার্স বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফলাফল করতে পারছে না। সরকারি ৩টি কলেজ এখনো চলছে এইচএসসি'র কোটা অনুযায়ী শিক্ষক দিয়ে। অনার্স কোর্স চালু করা হলে প্রতিটি বিষয়ে ৭ জন করে শিক্ষক দেয়ার নিয়ম থাকলেও দীর্ঘদিনেও তা দেয়া হয়নি।

বিএম কলেজে শিক্ষার্থীদের চাপ বৃদ্ধি পেলে নগরীর সরকারি বরিশাল কলেজ, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজে বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর অনুমতি দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তখন কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর প্রথম পছন্দ থাকে বিএম কলেজ। সেখানে ভর্তি হতে না পারলে তারা নগরীর বাকী ৩টি কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু ঐ ৩টি কলেজে অনার্সের কোর্স অনুযায়ী পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ক্লাস করতে পারে না। অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত ক্লাসের অভাবে পরীক্ষার হলে গিয়ে তাদের পড়তে হচ্ছে বিপাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য বারবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলেও তা কার্যকর হয়নি। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী ক্লাস করাতে পারছে না। বর্তমানে বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৯টি বিষয়ে, সরকারি বরিশাল কলেজে ৬টি বিষয়ে, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে ৬টি বিষয়ে এবং সরকারি মহিলা কলেজে ৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এর বিপরীতে ২৮০ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র ১৯৬ জন। দীর্ঘদিন ধরে ৮৬টি পদ শূন্য রয়েছে। বিএম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সূত্র জানায়, এ কলেজে ১৯টি বিষয়ে অনার্সের জন্য মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৯১টি। বর্তমানে সেখানে কর্মরত আছেন ১৪৬ জন শিক্ষক। ৪৫টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এর মধ্যে প্রফেসর পদ শূন্য রয়েছে ২টি, সহযোগী অধ্যাপক ১৬টি, সহকারী অধ্যাপক ১৬টি, প্রদর্শক ৩টি এবং প্রভাষক পদ শূন্য রয়েছে ৮টি। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সিরাজউদ্দীন জানান, শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করতে প্রতিনিয়ত মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হচ্ছে।

সরকারি বরিশাল কলেজে ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইংরেজী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও শিক্ষক রয়েছেন এইচএসসি'র কোটা অনুযায়ী। ঐ কলেজে ৪৬টি শিক্ষকের পদের মধ্যে ১৪টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এর মধ্যে সহকারী অধ্যাপকের ৬টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৪টি এবং প্রদর্শকের ৪টি পদ রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ.কে.এম. মজিবর রহমান জানান, শিক্ষক সংকটের কথা লিখিতভাবে মহাপরিচালকের কাছে জানানো হয়েছে। সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক রয়েছে সেই এইচএসসি'র কোটা অনুযায়ী। ঐ সকল বিষয়ে সেখানে ৩ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। শিক্ষকের ৪৬টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১০টি। কলেজের সহকারী অধ্যাপক আক্কাস উদ্দিন জানান, শিক্ষক সংকট কাটিয়ে উঠতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। নগরীর একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজে বাংলা, ইংরেজী, সমাজকল্যাণ, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, অর্থনীতি, অংক ও পদার্থ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু থাকলেও সে অনুযায়ী শিক্ষক নেই। সেখানে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৩ হাজার। এ কলেজে ৫৩টি শিক্ষকের মধ্যে ১০টি পদ শূন্য। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মধু মণ্ডল জানান, শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। এ ৪টি সরকারি কলেজে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা ঠিকমত ক্লাস করতে পারছে না। এর প্রভাব পড়ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে।